ষষ্ঠ দার্‌স

الدرس السادس

হিসাব-নিকাশ

الحساب

সেদিন মানুষকে চরম পিপাসা লাগবে, যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তবে এ দীর্ঘ সময় মু'মিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে। মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর 'হাওযে কাওসারে' আসবে এবং তা হতে পান করবে। 'হাওয' আল্লাহর এক বিশেষ দান, যা তিনি আমাদের নবী-ﷺ-কে দান করেছেন। কিয়ামতের দিবসে তাঁর উম্মাত এর পানি পান করবে। উক্ত হাওযের পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মিস্কের চেয়েও সুগন্ধময় হবে। আর পানপাত্র হবে আকাশের নক্ষত্রের সমান। যে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘ কাল বিচার ফায়সালা ও হিসাব-নিকাশের জন্য অপেক্ষা করবে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও কঠিন পরিস্থিতিতে যখন অপেক্ষা ও দাঁড়িয়ে থাকার কাল সুদীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন বিচার শুরু করার জন্য লোকেরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে লোক খুঁজবে। অতঃপর তারা আদম-عليه السلام-এর কাছে আসবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে নূহ-عليه السلام-, ইব্রাহীম-عليه السلام-, মূসা-عليه السلام-এবং ঈসা-عليه السلام-এর নিকট আসবে। সকলেই অক্ষমতা ও অপারগতা পেশ করবেন। অবশেষে মুহাম্মাদ-ﷺ-এর নিকট এলে, তিনি বলবেন, এ কাজ তো আমারই। অতঃপর তিনি আরশের নিচে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর এমন কিছু প্রশংসার বাক্য দিয়ে প্রশংসা করবেন, যা সেদিন আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা তোল এবং প্রার্থনা করো, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং সুপারিশ করো, কবুল করা হবে। মহান আল্লাহ ফায়সালা ও হিসাব শুরু হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। মুহাম্মাদ-ﷺ-এর উম্মাতে হিসাব প্রথমেই শুরু হবে।

সর্ব প্রথম বান্দার নামায সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে, যদি তার নামায বিশুদ্ধ ও গৃহীত হয়, তবে অন্যান্য আমলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। অন্যথায় তাঁর সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। অতঃপর বান্দাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, (১) তার জীবন কোথায় অতিবাহিত করেছে; (২) যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করেছে; (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে; (৪) এবং কোথায় ব্যয় করেছে; (৫) এবং তার ইল্‌ম অনুসারে আমল কি করেছে। আর সেদিন বান্দাদের পারস্পরিক ব্যাপারে যখন হিসাব শুরু হবে, তখন রক্তপাত সম্পর্কে প্রথমে ফায়সালা আরম্ভ হবে। বিনিময় দান ও প্রতিশোধ নেয়া সেদিন নেকী-বদী উভয় দ্বারা সম্পন্ন হবে। ফলে এক ব্যক্তির নেকীগুলো তার প্রতিপক্ষকে দেয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, প্রতিপক্ষের গুনাহগুলো উক্ত ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। আর তা চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়ে ধারালো পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। মানুষ নিজের আমল অনুসারে এ পুল পাড়ি দিবে। কেউ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুত ঘোড়ার গতিতে, এ পুল অতিক্রম করবে। আবার কেউ কেউ দু'হাঁটুর উপর ভর করে চলে অতিক্রম করবে। উক্ত পুলের উপর লোহার এমন আঁকশি থাকবে, যা মানুষকে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। কাফের ও গুনাহগার মু'মিনগণ (যাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের ফায়সালা দিবেন) পুল হতে জাহান্নামে পড়ে যাবে। কাফেররা তো চিরতরে জাহান্নামে থাকবে, তবে পাপীরা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে।

মহান আল্লাহ নবী, রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যে যাদের জন্য মর্জি হবে সুপারিশ করার অনুমতি প্রদান করবেন, যেন তাঁরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত তাওহীদবাদী মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

ফুলসেরাত পারি দিয়ে জান্নাতবাসীরা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে, যাতে তরারা পরস্পর বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। ফলে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার কাছে অপর ভাইয়ের অধিকার বাকী থাকবে, যতক্ষণ না সে এর বিনিময় নিয়ে নিবে এবং একজন অপর জনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করে যাবে, তখন মৃত্যুকে এক ভেঁড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে জবাই করে দেওয়া হবে। জান্নাত ও জাহান্নামবাসী এটা দেখতে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরস্থায়ী হও, এর পর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসী! তোমাদের জন্য চিরন্তনতা, এর পর কোন মৃত্যু নেই। কেউ যদি আনন্দ ও উল্লাসের কারণে মৃত্যু বরণ করতো, তবে জান্নাতবাসীরা করতো। আর যদি কেউ দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেতো, তবে জাহান্নামীরা মরে যেতো।